যা কিছু সব ক্রিকেট নিয়ে

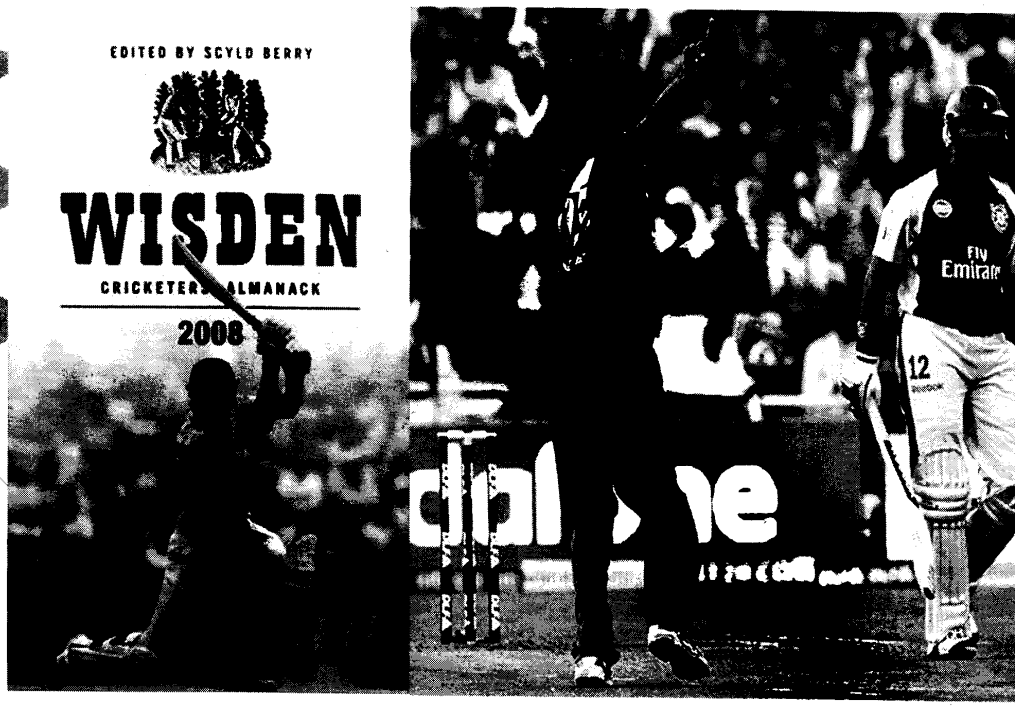

হলুদ মলাট ক্রিকেট বাইবেল : 'উইজডেন'

১০টাই ক্লিন বোল্ড! ডাবল হ্যাটট্রিক!
একটাও ক্যাচ নয়, একটাও এলবিডব্লিউ নয়।

১০ উইকেটের ১০টাই ক্লিন বোল্ড! আর ১০টি উইকেটই নিলেন একজন বোলার–৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার জন উইজডেন। এখানেই শেষ নয়। সক্রিয় ক্রিকেটজীবনে বছরে গড়ে ২২৫টি উইকেট নিয়েছেন। ১৮৫১ সালের রেকর্ডসংখ্যক ৪৫৫টি উইকেট ফেলেছেন। বিদেশ সফরে এসে ৬ বলে ৬টি উইকেট ফেলে ডাবল হ্যাটট্রিক করেছেন।

এমন মানুষের নামই হতে পারে লিটল ওয়ান্ডার। জন উইজডেন (১৮২৬-১৮৮৪) দেদার ক্রিকেট খেলেছেন, উইকেট নিয়েছেন, ব্যাট করতে গিয়ে শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেছেন, ইংলিশ ক্রিকেট দলের প্রথম বিদেশ সফরে ১৮৫৯ সালে দলের হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর করেছেন।

অমরত্বের পথে জন উইজডেন

১৮৫০-এ তিনি ছিলেন ক্রিকেটের পোশাক তৈরি ও সরবরাহের ব্যবসায়। ১৮৬৪-এ খুঁজে পেলেন অমরত্বের পথ– বের করলেন দ্য ক্রিকেটার্স অ্যালমানাক। কালক্রমে তা-ই হয়ে গেল উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমানাক। সংক্ষেপে কেবল উইজডেন।

১৮৬৪ থেকে এ পর্যন্ত প্রতিবছর বের হচ্ছে প্রত্যাশিত এই গ্রন্থটি।

প্রথম বছর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১১২, এখন দেড় হাজার ছাড়িয়েছে। প্রথম বছর দাম ছিল এক শিলিং; প্রথম বছরের পুরোনো সংখ্যা হাতে থাকলে যে কেউ তা বিক্রি করে অন্তত ২০ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং কামাতে পারেন। প্রথম মহাযুদ্ধকালীন সংস্করণগুলোর এখন বাজারদর সাড়ে ছয় হাজার পাউন্ড এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সংস্করণ বিক্রি হচ্ছে এক হাজার ৫০০ পাউন্ডে।

হলুদ রং মলাটের ভেতর

১৯৩৮ সালে ৭৫তম সংস্করণ থেকেই মলাটের রং হলুদ, এখনো তা-ই–আগে ছিল গোলাপি। ১৮৬৪ সালে যখন উইজডেন প্রকাশিত হয়, তখনো ব্যাটসম্যানদের নাজুক অঙ্গ অণ্ডকোষ সুরক্ষার জন্য কোমরবন্ধ গার্ড ব্যবহার করা হতো। কিন্তু মাথা মুক্ত থাকত। মাথাটাও যে গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝতে নাকি ১০০ বছর লেগে যায়। তার পরই ব্যাটসম্যানদের জন্য আবিষ্কৃত হয় মাথা ও মুখমণ্ডল রক্ষা করার শক্ত হেড গিয়ার–হেলমেট।

উইজডেনের জন্মবৃত্তান্ত

১৮৬৪ : ব্রাজিল-প্যারাগুয়ে যুদ্ধ চলছে। ব্রিটেন, ভারতবর্ষ ও পশ্চিম আফ্রিকা একটার পর একটা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছে, চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে প্রথমবারের মতো, ম্যাগনেসিয়াম ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হচ্ছে, লণ্ডন বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে, নানকিং দখলের আগে ৪০ হাজার পাউন্ড ওজনের বিস্ফোরকের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে...সাউথ ওয়েলস ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে ১৫ বছরের বালক ডব্লিউ জি গ্রেস ব্রাইটনে জেন্টলম্যান অব সাসেক্সের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ১৭০ রান করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৬ রানে নট আউট। বাহুরেখার ওপর দিয়ে ছোড়া বল এত দিন অবৈধ থাকলেও তা কবুল করে নেওয়া হয়েছে– সবকিছুকে ছাড়িয়ে এ বছরেই উইজডেনের জন্ম হয়েছে।

অক্সফাম চ্যারিটি শপে উইজডেন

অক্সফাম চ্যারিটি শপ–ইউরোপে ছোট দোকানগুলো যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, এতে পুরোনো ওভারকোট থেকে শুরু করে নেইলকাটার, পুরোনো ইস্ত্রি থেকে শুরু করে তরকারি কাটার চপিং বোর্ড, ইংরেজি ফরাসি অভিধান থেকে শুরু করে আগাথা ক্রিস্টির বই মাউসট্র্যাপ–কী পাওয়া যায় না! সবই পাওয়ার দোকান এটা। আর এ দোকানের বেশিরভাগ জিনিসের দামই ৯৯ পেন্স–এর বেশি নয়। হার্টফোর্ডের একটি অক্সফোর্ড চ্যারিটি শপ কিছু দানসামগ্রী পেয়ে গেল, এর মধ্যে কিছু বইও ছিল। ৯৯ সেন্টের প্রাইস ট্যাগ লাগিয়েই এসব বই বিক্রি হওয়ার কথা। এর মধ্যে আছে একসঙ্গে বাঁধাই করা চারটি উইজডেন অ্যালমানাক। প্রথম চারটি : বনহাম নিলাম সংস্থা বাঁধাই খুলে চারটে উইজডেন আলাদাভাবে নিলামে চড়াল। ১৮৬৪ সালের বইটি পেল তিন হাজার ১২০ পাউন্ড, ১৮৬৫-র বইটি পেল দুই হাজার ২৮০ পাউন্ড আর ১৮৬৬ ও ১৮৬৭ প্রতিটি বিক্রি হলো এক হাজার ১৫০ পাউন্ড করে। সব মিলিয়ে আট হাজার ৫২০ পাউন্ড। যেহেতু চ্যারিটি, সবাই বলল, ঈশ্বর নিজে এসে উইজডেন-

এর মাধ্যমে টাকাটা দিয়ে গেছে। অবশ্য রেখে দিলে এখন প্রথমটির ডাক উঠত ২০ হাজার পাউন্ড।

লর্ডস জাদুঘরে উইজডেন

উইজডেন-এর মলাটে একজন ভিক্টোরিয়ান জেন্টলম্যান ক্রিকেটার, এটি একটি উডকাঠ শিল্প, ১৯৩৮ থেকে শোভা পাচ্ছিল। শিল্পী এরিক রেভিলাস চার বছর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রণাঙ্গনে মৃত্যুবরণ করেন। ২০০৩ সালের প্রচ্ছদে মানুষের প্রথম ফটোগ্রাফ আসে, শুরু মাইকেল ভনকে দিয়ে।

বিশিষ্ট ক্রিকেট লেখক ই ডব্লিউ সোয়ানটন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ১৯৩৯ সালে জাপানিদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে কারাগারে চলে যান। সঙ্গে নেন একটিমাত্র গ্রন্থ ১৯৩৯ সালের উইজডেন ক্রিকেট অ্যালমানাক। কারা কর্তৃপক্ষ প্রথমে বাধা দিলেও, পরে 'এটি ধ্বংসাত্মক কিছু নয়'–সিলমোহর লাগিয়ে দেয় এবং তাঁর সঙ্গে রাখার অনুমতি দেয়। কারাগারে সোয়ানটনের সহবন্দীদের মধ্যে উইজডেন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। একসময় বাধ্য হয়ে তিনি আইন করে দেন, কেউ এটা ১২ ঘন্টার বেশি নিজের দখলে রাখতে পারবে না। বহুল ব্যবহৃত এ বইটি কারাবন্দীরাই দুইবার ভাতের আঠা দিয়ে বাঁধাই করে দিয়েছে। ২০০০ সালে ৯২ বছর বয়সে সোয়ানটনের মৃত্যুর পর থেকে এই বিশেষ উইজডেন ১৯৩৯ লর্ডস ক্রিকেট জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

২০০০ সালের উইজডেন শতবর্ষের সেরা পাঁচজন ক্রিকেটার নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। সব ভোটারই ডন ব্র্যাডম্যানকে ভোট দেন, তিনি হন শতাব্দীর সবচেয়ে সেরা ক্রিকেটার। অপর পাঁচজন গ্যারি সোবার্স, জ্যাক হবস, ভিভিয়ান রিচার্ডস ও শেন ওয়ার্ন।

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম টেস্ট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৭ সালে। অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে জয়ী হয়। কিন্তু এই টেস্ট ম্যাচটির সংবাদ উইজডেনে শত বছরেও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ঠিক ১০০ বছর পর ১৯৭৭-এ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচে যখন অলৌকিক কিংবা কাকতালীয়ভাবে একই ফলের পুনরাবৃত্তি ঘটে, ইংল্যান্ড ৪৫ রানে পরাজিত–উইজডেন পুরো কাহিনীটিই অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ১৪৭ বছরে উইজডেন পেয়েছে ১৬ জন সম্পাদক। বর্তমান সম্পাদক সিল্ড ব্যারির মেয়াদ শেষ হচ্ছে এ বছরই।

ওয়ানডে তে নয়বার ৪০০ ছাড়িয়ে

ওয়ানডে ক্রিকেটের শুরুতে ধ্রুপদ ক্রিকেটভক্তরা রীতিমতো চটেছিলেন, বছর না ঘুরতে তাঁদের রাগ কমে এসেছে, মেনে নিয়েছেন এই 'ক্রিকেট অনাচার'। ধ্রুপদ ক্রিকেটে যেখানে গোটা দিন ব্যাটিং করার পর টেনেটুনে ২০০ ছুঁতে পারলেই বলা হতো ব্যাটসম্যানরা বোলার-আগ্রাসী স্পিন ও সিম পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে দিয়েছেন, সেখানে ওয়ানডের আধা দিনের ৫০ ওভারে রান এমনকি ৪০০ও ছাড়িয়ে যায়। এখন তাতেও তেমন বিস্ময় জাগে না। কারণ, এর মধ্যেই ৪০০ অতিক্রম করার ঘটনা নয়বার ঘটেছে। দশমবারের ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল ভারত। টেস্ট খেলুড়ে দলের বিরুদ্ধে রেকর্ড সর্বোচ্চ রান ৪৩৮; তা-ও আবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ২০০৫-২০০৬ মৌসুমে জোহানেসবার্গের নিউ ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকা এই স্কোরটি করেছে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে ৪৩৪ রানের বিশ্বরেকর্ডটি ভেঙে–একই মাঠে একই মৌসুমে এই স্কোর। অবশ্য ২০০৬ সালে নেদারল্যান্ডের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা ৪৪৩ রানেরও একটি রেকর্ড করেছে। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, ভারত ও নিউজিল্যান্ড এই ৪০০ ডিঙানো কাণ্ডটি করেছে। এর মধ্যে ভারত তিনবার, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিটি দলই দুবার, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড একবার।

ওয়ানডেতে সাতবার ৪০ও ডিঙাতে পারেনি

ঘটনাটি ঘটেছে সাতবার। ২০০৪-এ হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে শ্রীলঙ্কা জিম্বাবুয়েকে ৩৫ রানে বেঁধে ফেলে। দক্ষিণ আফ্রিকার বোল্যান্ড ব্যাংক পার্ক স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাই কানাডাকে থামিয়ে দেয় ৩৬ রানে। আবারও শ্রীলঙ্কা কলম্বোর সিংহলি ক্লাব স্টেডিয়ামে ৩৮ রানে জিম্বাবুয়েকে প্যাভিলিয়নে ফিরতে বাধ্য করে।

কেপটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাকিস্তানকে বেঁধে দেয় ৪৩ রানে, চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ জিম্বাবুয়েকে থামিয়ে দেয় ৪৪ রানে। আর অস্ট্রেলিয়া নামিবিয়াকে এবং ইংল্যান্ড কানাডাকে প্যাক করতে বাধ্য করে ৪৫ রানে।

৫০ ওভারের খেলায় এক্সট্রা রানের রেকর্ড? ৫৯ দুইবার। ১৯৮৮-৮৯ মৌসুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রাপ্তি। ঠিক ১০ বছর পর স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলে পাকিস্তান তুলে নেয় ৫৯ এক্সটা রান।

এক ওভারে ১৪ বল

১৯৪৬-এ বার্বাডোস ও ব্রিটিশ গায়ানার মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচে এক ওভারে বল করা হলো ১৪ বার। কোনো ওয়াইড কিংবা নো বল হয়নি। সে সময় কি ১৪ বলে এক ওভার হতো? ঠিক তা নয়, তখন ওভারে ৮ বল করা হতো। ৬টি বাড়তি বল হয়েছে ভিন্ন কারণে। বল গুনতিতে প্রথম থেকে আম্পায়ার ৬টি বল বেশি গুনে ফেলেছিলেন; হিসাবে ধরা পড়ায় সেই ওভারেই পুষিয়ে নেওয়ার জন্য বাড়তি ৬টি বল করতে দেওয়া হয়।

ক্রিকেট আইনে সংশোধনী

ক্রিকেট আইনে প্রায় সব বিষয়েই একাধিক সংশোধনী হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম পিচের দৈর্ঘ্য। আগে যা ছিল, এখনো তা-ই। ১৯৪৬ সালে একটি কাউন্টি ম্যাচে দুই ওভার খেলা শেষ হওয়ার পর ফিল্ডিংরত লেন হাটনের পিচের দৈর্ঘ্য নিয়ে সন্দেহ হলো। জোর দিয়েই আম্পায়ারকে বললেন, মেপে দেখান যে এটা ২২ গজ। মাপা হলো এবং পাওয়া গেল প্রায় ২৪ গজ। পরে সংশোধিত পিচে খেলা হয়।

ইতিহাসের দীর্ঘতম ম্যাচ

১৯৩৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচটি ঠিক হয় চার ইনিংস খেলার মধ্য দিয়ে জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে, কত দিন খেলা চলবে তা আগে থেকে নির্ধারণ না করেই।

আশ্চর্যজনকভাবে টানা ১৪ দিন খেলার পরও নিষ্পত্তি হলো না, মাঝখানে বেরসিকের মতো হানা দেয় বৃষ্টিও–শেষে ম্যাচ জয়ের জন্য যখন ইংল্যান্ডের দরকার ৪২ রান, হাতে ৫ উইকেট–কিন্তু তত দিনে ইংল্যান্ড দলের দেশে ফেরার সময় হয়ে গেছে। পরদিন ভোরেই ইংল্যান্ডের জাহাজ দেশের উদ্দেশে রওনা দেবে। উপায়ান্তর না দেখে আম্পায়ার তখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন যে ম্যাচটি টাই হয়েছে।

এম. এ. মোনেম

[প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১]